# যারা দলগত আরাধনার জন্য পরিকল্পনা ও নেতৃত্বদেন এবং তাদের সাহায্যকারীদের জন্য নির্দেশাবলী।

এমন আরাধনার পরিকল্পনা করুন যা ঈশ্বরকে উন্নিত করে, বিশ্বাসীদের গঠন করে এবং অন্বেষীদের যীশুর কাছে আনে। আরাধনার নেতারা প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা নিজেদের প্রস্তুত করবেন। এই নির্দেশাবলী ব্যবহার করে তারা পূর্বেই আরাধনার কার্যাবলীর বিষয় সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করবেন।

**১. দলের আয়তনের সঙ্গে কার্যকলাপগুলো মানানসই করুন।**

- উপাসকমণ্ডলী সাধারণতঃ অতিক্ষুদ্র দলে শুরু হয়, তাদের মধ্যে এমনভাবে আরাধনা চালাতে হবে যাতে তা নতুন বিশ্বাসীদের ক্ষুদ্র মণ্ডলীর পক্ষে মানানসই হয়।
- সমগ্র দলের সক্রিয় অংশ গ্রহণ থাকা উচিৎ, তারা শুধু যেন না দেখে বা অক্রিয়ভাবে না শোনে। প্রকৃত পক্ষে ক্ষুদ্র দলগুলো বড় দল অপেক্ষা আরও সক্রিয়ভাবে আরাধনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে।
- ঈশ্বরের প্রশংসার সময় লোকদের ঈশ্বরের বিষয় চিন্তা করতে সাহায্য করুন, লোকেরা যেন সুন্দর যন্ত্র সঙ্গীত বা নেতার সুচারু কর্মসম্পাদনের বিষয় অধিক মনোযোগ না দেন।
- ঈশ্বরের উপর আলোকপাতকারী সঙ্গীত এবং আরাধনার কার্যাবলী বাছুন। অন্য লোকেরা কি করছেন অথবা শিখছেন তার উপর আলোকপাতকারী আরাধনার কার্যাবলী আরাধনার অন্যান্য বিষয়ের জন্য উত্তম, কিন্তু প্রশংসার সময়ের জন্য নয়।
- দামী সঙ্গীত যন্ত্রের প্রয়োজনের কথা চিন্তা করবেন না বা এমন কোন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পীর অন্বেষণ করবেন না, যিনি এত সুন্দরভাবে বাজাবেন যে বিশ্বাসীরা প্রশংসার গান থামিয়ে অক্রিয়ভাবে সেই বাজনার সুর শুনতে থাকবে। যারা ঈশ্বরকে ছেড়ে শিল্পীর প্রশংসা করে, তাদের এড়িয়ে চলুন।

**২. অনুষ্ঠানের, আপনার লোকদের, তাদের বর্তমান প্রয়োজনের এবং স্থানীয়রীতির সঙ্গে মানানসই আরাধনার কার্যকলাপ পছন্দ করুন।**

- আরাধনা পরিচালনার ক্ষেত্রে একঘেয়েমী এড়িয়ে চলুন যা বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মার পরিচালনা অনুসরণ করার স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে। প্রতিটি পৌল-তীমথিয় অধ্যয়ণ আরাধনার জন্য নতুন পালকদের বিভিন্ন কার্য্যের থেকে পছন্দ করার বিষয় পরামর্শ দেয়।
- সময়ের যথেষ্ট আগে থেকেই আরাধনায় কার্যকলাপের বিষয়ে সহকর্মীদের সঙ্গে পরিকল্পনা করুন।
- অন্য সংস্কৃতির থেকে নেতাদের কর্তৃক আমদানীকৃত আরাধনা পদ্ধতি এড়িয়ে চলুন যা স্থানীয় প্রথা এবং বর্তমান প্রয়োজন পূরণ করে না।
- আরাধনা সভায় যদি অবিশ্বাসীরাও উপস্থিত থাকেন, তবে এমন কার্যাবলী অন্তর্ভুক্ত করুন যা তাদের খ্রীষ্টকে আবিষ্কার করতে এবং তাঁকে বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে।
- নেতাদের দ্বারা আরাধনার খুঁটিনাটি সম্পর্কে পরিকল্পনা, যার মধ্যে কোন পরিবর্তন থাকে না এমন কি অন্বেষকদের পরিত্রাণের জন্যেও পরিবর্তিত হয় না, সেই সকল পরিকল্পনা এড়িয়ে চলুন।
- সভাটি কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে তা দেখার জন্য একজন ঐকান্তিক; প্রাচীন ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধান করতে দিন, এমনকি অন্য কেউ সভাটি পরিচালনা করলেও তা পর্যালোচনা করতে হবে। প্রাচীন ব্যক্তি কম বয়সীদের এবং শিশুদের সভাটির কিছু অংশ পরিচালনা করতে বলতে পারেন।

- মহিলা এবং যুবকরা পাঠ তৈরী করার জন্য অধিক সময় পেলেও তাদের সভাটিতে আধিপত্য করতে দেবেন না, কারণ তারা ভয় দেখিয়ে যারা অনেক উত্তম রূপে পরিচালিত করতে পারেন সেই সকল ঐকান্তিক লোকদের বিরতঃ করতে পারে।

৩. **সমস্ত বিশ্বাসীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে দিন।**

- সমস্ত বয়সের শিশুদের অংশগ্রহণ করতে দিন। পৌল-তীমথিয় শিশুদের জন্য অধ্যায়ণগুলোতে পালকদের জন্য সাপ্তাহিক বিষয়ে সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বাইবেলের গল্প প্রদান করা হয়েছে, যাতে শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য সেই বিষয়গুলো নাটক করে দেখাতে পারে। শিশুদের অধ্যয়ণে কবিতা অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যা সম্ভবতঃ গীতসংহিতা থেকে প্রদত্ত হয়েছে যা তারা আবৃত্তি করতে পারে এবং প্রশ্ন প্রদত্ত হয়েছে যা তারা প্রাপ্ত বয়স্কদের জিজ্ঞাসা করতে পারে। শিশুদের সর্বদা একটি পৃথক ঘরে থাকতে দেবেন না; তাদের শিক্ষায় এবং প্রশংসায় অংশ গ্রহণ করতে দিন।
- প্রধান নেতাকে বা নেতাদের আরাধনার অধিকাংশ সময় অধিগ্রহণ করতে দেবেন না। প্রত্যেককে পরস্পরকে জানতে দিন এবং পরস্পরকে প্রেম করতে দিন।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের সবকিছু শিক্ষা দিতে এবং সমস্ত প্রকল্প তত্ত্বাবধান করতে নেওয়ার বিষয় এড়িয়ে যান, কারণ এর ফলে বড় শিশুরা একঘেয়েমির দ্বারা বিরক্ত হয়ে যাবে। আরাধনাকারী নতুন নিয়মের পারস্পরিক আজ্ঞাগুলো পালন করতে সাহায্য করুন।
- বিশ্বাসীদের খ্রীষ্টের জন্য তারা কি করছেন সেই বিষয়ে উপাসক মণ্ডলীর কাছে বিবরণ পেশ করার সুযোগ দিন।
- বিশ্বাসীদের দুই তিন অথবা চারজনের ক্ষুদ্র দলে একসাথে কথা বলতে এবং প্রার্থনা করতে দিন। এইরূপ করার মাধ্যমে আমরা পরামর্শ দিতে এবং প্রার্থনা করতে সুযোগ দিতে পারি। যাদের সমস্যা আছে বা যারা মন্দ অনুভব করছেন, বিশ্বাসীদের তাদের জন্য সময় দিতে দিন। অসুস্থদের জন্য, পাপে যারা হারিয়ে গেছেন তাদের জন্য এবং পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করুন।
- সর্বদা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপের জন্য সব সময় গ্রহণ বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। পরিকল্পনা বহির্ভূত কার্যকলাপের মাধ্যমে লোকদের সহজভাবে পারস্পরিক সহভাগিতা উপভোগ করার জন্য এবং পরস্পরকে জানার জন্য যথেষ্ট সময় দিন। তাদেরকে ব্যস্ততাহীনভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে ও প্রার্থনা করতে দিন।
- নতুন দল তৈরীর দ্বারা এই কাজগুলো করার জন্য দলটিকে যথা সম্ভব ক্ষুদ্র রাখুন।
- বৃত্তাকারে বসার ব্যবস্থা করুন। শ্রেনী কক্ষে শিশুরা যেমন অক্রিয়ভাবে বসে থাকে, সকলে কেবলমাত্র পরস্পরের মাথার পেছন দিক দেখতে পায়, সেই বিষয়ে বিশ্বাসীদের বসার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন।
- দুই একজনকে আলোচনায় আধিপত্য করতে দেওয়ার বিষয়টিকে এড়িয়ে যান। আলোচনায় যারা বেশী কথা বলবে অথবা অত্যাধিক অভিযোগ করবে পালক তাদের সংশোধন করে দিতে বলুন। অত্যাধিক কথা বলা ব্যক্তির থেকে মনোযোগ সরানোর জন্য নেতাদের বলতে হবে, ''যারা এখনও কিছু বলেন নি'' তাদের উত্তর দিতে হবে। প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে কথা বলতে এবং মন্তব্য প্রকাশ করতে সাহায্য করুন।
- লোকদের দলের মনোযোগ আকর্ষণ করার বিষয় থেকে বিরত করতে দিন। কিছু লোক আছেন যারা প্রতিটি সভায় তাদের সমস্যার বিষয় অভিযোগ করেন। তারা মন্দ পরিস্থিতির বিষয় বিশেষভাবে বিপর্যস্থ হওয়ার বিষয়টি উপভোগ করেন। কিছু লোক এত গর্বিত হয় যে তারা সর্বদা যে কোন বিষয়ের ওপর চূড়ান্ত মতবাদ প্রকাশ করতে চান।

বিশ্বাসীদের শাস্ত্র পাঠ করতে অথবা নাটক করতে শিক্ষা দিন। অসংখ্য বাইবেলের গল্পে লোকদের মধ্যে কথোপকথন অন্তর্ভূক্ত আছে। যে অংশগুলোতে কথোপকথন নেই সেগুলো বর্ণনাকারী পাঠ করতে পারেন। উদাহরণঃ

বর্ণনাকারী আদি ৩ অধ্যায়টির কয়েকটি অংশ পাঠ করবেন।

একজন ব্যক্তি আদমের কথাগুলো এবং কাজগুলো পাঠ করবেন এবং অভিনয় করবেন।

একজন মহিলা হবার অংশটি অভিনয় করবেন।

আরেকজন প্রাপ্তবয়স্ক শয়তানের ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

অন্য আরেক জন ঈশ্বরের কথাগুলো বলবেন।

**৪. পবিত্র আত্মাকে বিভিন্ন অনুগ্রহ দানগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে দিন যাতে বিশ্বাসীরা প্রেমের সঙ্গে মণ্ডলীতে পরস্পরের সেবা করতে পারে।**

- ১ করিন্থীয় ১২ এবং ১৩ অধ্যায়ে এই আত্মিক দানগুলোর বিষয় আছে, যেগুলো পবিত্র আত্মা আমাদের দিয়েছেন, যাতে বিশ্বাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে একই মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত প্রেমে পরস্পরের সেবা করতে পারি। বিচ্ছিন্ন কর্মসূচি বা বিভাগ এড়িয়ে চলুন যা বিভিন্ন অনুগ্রহ দান যুক্ত বিশ্বাসীদের পরস্পরের থেকে পৃথক করে রাখে। অনেক প্রচলিত মণ্ডলীতে যেভাবে বিভিন্ন অনুগ্রহ দান যুক্ত বিশ্বাসীদের গোষ্ঠীবদ্ধ করে বিশেষ বিশেষ পরিচর্যা কাজের প্রচলন আছে সেখানে বিভিন্ন অনুগ্রহ দান যুক্ত লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ থাকে না, তাদের মত করবেন না।
- সপ্তাহ ব্যাপী কি কি কাজ করবেন সেই বিষয়ে আরাধনার সময় ব্যাখ্যা করুন। সপ্তাহের শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর সঙ্গে কয়েকটি কার্যকলাপ মানানসই হওয়া উচিৎ। লোকদের সেবা করা যায় এমন অপূর্বচিন্তিত প্রয়োজনের এবং বিষয়গুলো নিয়েও অন্যান্য কার্যকলাপগুলো করা উচিৎ।
- প্রতিবাসী ও বন্ধুদের মধ্যে যাদের সাহায্যের প্রয়োজন এবং তাদের সেবার জন্য যা যা করবেন সেই বিষয়গুলো বিশ্বাসীদের উল্লেখ করতে দিন।
- বিশ্বাসীদের তাদের কার্যকলাপের বিষয় পরামর্শ দিতে এবং আলোচনা করতে দিন এবং কে কখন সাহায্য করবেন সেই বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। এই সকল পরিকল্পনাগুলো আরও অন্তভূর্ক্ত করতে পারেঃ

  পরস্পরের জন্য, অসুস্থদের জন্য এবং মন্দ আত্মাবিষ্টদের জন্য, সহভাগিতার জন্য প্রার্থনা

  অন্যান্য উপাসক মণ্ডলীর সঙ্গে সহযোগিতার জন্য

  অভাবীদের পরিচর্যার জন্য,

  পারিবারিক অনুধ্যানের জন্য প্রার্থনা করুন।
- নতুন নিয়মের 'পারস্পরিক' আজ্ঞার দ্বারা উপাসক মণ্ডলীর মধ্যে প্রেমপূর্ণ সহভাগিতা গড়ে তুলুন।

## নতুন নিয়মের 'পারস্পরিকআজ্ঞাসকল'

**প্রেমঃ**

- পরস্পর প্রেম করঃ যোহন ১৩ঃ৩৪-৩৫; ৫ঃ১২,১৭; রোমীয় ১২ঃ১০; ১ থিষ ৪ঃ৯;
  ১ যোহন ৩ঃ১১,১৪,২৩; ৪ঃ৭,১১,১২; ২ যোহন ১ঃ৫; ১ পিতর ১ঃ২২
- ব্যবস্থা পালনের জন্য পারস্পরিক প্রেমঃ রোমীয় ১৩ঃ৮
- আমাদের পারস্পরিক প্রেম বৃদ্ধি করুনঃ ২ থিষ ১ঃ৩
- পরস্পরের প্রতি প্রেমের উপচয়ঃ ১ থিষ ৩ঃ১২
- পাপরাশি আচ্ছাদনের জন্য একাগ্রভাবে পরস্পর প্রেম করঃ ১ পিতর ৪ঃ৮

**সহভাগিতা এবং পুনর্মিলনঃ**

- পরস্পরের মধ্যে সহভাগিতা থাকাঃ ১ যোহন ১ঃ৭
- পরস্পরকে ক্ষমা করাঃ ইফি ৩ঃ১৩; ৪ঃ৩২; কল ৩ঃ১৩
- পবিত্র চুম্বনে পরস্পরকে মঙ্গলবাদ কর (কিছু কিছু সংস্কৃতিতে ইহা গৃহীত)ঃ রোমীয় ১৬ঃ১৬;
  ১ করি ১৬ঃ২০; ২ করি ১৩ঃ১২; ১ পিতর ৫ঃ১৪
- রুটী ভাঙ্গার জন্য পরস্পরের জন্য প্রতীক্ষা করঃ ১ করি ১১ঃ৩৩
- পরস্পরের দুঃখ বহন করঃ ১ করি ১২ঃ২৬

**সেবাঃ**

- প্রত্যেকে যে অনুগ্রহ দান লাভ করেছেন, সেইভাবে পরস্পরের পরিচর্য্যা করুনঃ ১ পিতর ৪ঃ১০
- প্রেমে পরস্পরের সেবা করঃ গালা ৫ঃ১৩
- পরস্পরের প্রতি দয়াশীল হওঃ ১ থিষ ৫ঃ১৫
- পরস্পরের যত্ন করঃ ১ করি ১২ঃ২৫
- পরস্পরের ভার বহন করাঃ গালা ৬ঃ২

- নম্রতা সহ পরিচর্য্যার চিহ্ন স্বরূপ পরস্পরের পা ধুয়ে দাও ঃ যোহন ১৩ঃ১৪
- পরস্পরের সঙ্গে কাজ কর ঃ ১ করি ৩ঃ৯ ; ২ করি ৬ঃ১

**শিক্ষা দাও ঃ**

- পরস্পরকে শিক্ষা দাও ঃ কল ৩ঃ১৬
- পরস্পরকে নির্দেশ দাও ঃ রোমীয় ৫ঃ১৪

**উৎসাহিত কর ঃ**

- পরস্পরকে উৎসাহ দান কর ঃ কল ৩ঃ১৬; ইব্রীয় ১০ঃ২৫
- পরস্পরকে চেতনা দাও ঃ ইব্রীয় ৩ঃ১৩
- পরস্পর সত্য কথা বল ঃ ইফি ৪ঃ২৫
- পরস্পরের জন্য আপন প্রাণ দাও ঃ ১ যোহন ৩ঃ১৬
- প্রেম ও সৎক্রিয়ায় পরস্পরকে উদ্দীপিত কর ঃ ইব্রীয় ১০ঃ২৪

**প্রার্থনা, পাপ স্বীকার এবং গঠন ঃ**

- পরস্পর প্রার্থনা কর ঃ যাকোর ৫ঃ১৬
- পরস্পরের কাছে আমাদের পাপ স্বীকার ঃ যাকোর ৫ঃ১৬
- পরস্পরকে গড়ে তোলা (শক্তিযুক্ত করা) ঃ ১ থিষ ৪ঃ১৮ এবং ৫ঃ১,১১
- প্রত্যেকে গীত, উপদেশ, প্রত্যাদেশ, বিশেষ ভাষা অথবা এর অর্থ ব্যাখ্যার দ্বারা পরস্পরকে গঠন করা ঃ ১ করি ১৪ঃ২৬
- এক সাথে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা ঃ রোমীয় ১৫ঃ৬

**নম্রতার সঙ্গে ঐক্য নির্মাণ ঃ**

- পরস্পরকে সম্মানিত কর ঃ রোমীয় ১২ঃ১০
- পরস্পর একমনা, একচিত্ত হও ঃ ২ করি ১৩ঃ১১ ; রোমীয় ১২ঃ১৬; ১৫ঃ৫
- রোমীয় ১৪ঃ১৩
- পরস্পরের সমালোচনা কর না ঃ যাকোর ৪ঃ১১ ; ৫ঃ৯
- পরস্পরের বশীভূত হও ঃ ইফিষীয় ৫ঃ২১
- পরস্পরের প্রতি নম্রতার বস্ত্র পরিহিত হও ঃ ১ পিতর ৫ঃ৫

**মিলেমিশে বাস করা ঃ**

- পরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হও ঃ ইফি ৪ঃ২
- পরস্পর শান্তিতে বাস কর ঃ মথি ৯ঃ৫০
- আতিথেয়তায় পরস্পরকে গ্রহণ কর ঃ রোমীয় ১৫ঃ৭ ; ১ পিতর ৪ঃ৯

৫. **এমনভাবে প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠানটি উদ্‌যাপন করতে হবে যাতে পবিত্র আত্মা প্রত্যেককে খ্রীষ্টের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন করতে পারে।**

- নতুন পালকদের জন্য পৌল-তীমথি অধ্যয়ণগুলো প্রভুর ভোজের অনুষ্ঠানটি প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন রকম অনুপ্রেরণা যুক্ত বাইবেল পাঠ দান করে। ইহা পরিবেশনের পূর্বে বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তাদের পাপ স্বীকার করার জন্য সময় দিতে হবে। নীরবে ব্যক্তিগত পাপগুলো স্বীকার করতে হবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে কেন আমরা পাপ স্বীকার করবো, তবে তাকে ১ করি ১১ঃ২৭-৩১ পদ এবং ১ যোহন ১ঃ৭-১০ পদ দেখান। পাপস্বীকারের উদাহরণ হিসাবে গীত ৫১ঃ১-১০ পদে দায়ূদের স্বীকারোক্তি পাঠ করুন।
- কয়েকটি উপাসক মণ্ডলীতে প্রত্যেকের জন্যে একটাই কাপ ব্যবহার করা হয় এবং বিশ্বাসীরা দ্রাক্ষারসের মধ্যে রুটী ডুবিয়ে নেয়। অন্যান্যরা প্রত্যেকের জন্য আলাদা কাপ ব্যবহার করেন। কিছু কিছু মণ্ডলীতে ওয়াইনের পরিবর্তে আঙ্গুরের রস ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য।
- প্রভুর ভোজের আশ্চর্য রহস্যের বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ না করে, প্রভুর বিষয়টিকে আরেকটি শিক্ষাদানের সময়ে পরিণত করার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন।

- বিশ্বাসীদের পাপ স্বীকার না করতে দিয়ে উপাসক মণ্ডলীকে দ্রুত এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে দিয়ে যেতে দেবেন না।
- প্রভুর ভোজকে আহারের একটি অংশরূপে পরিবেশনের বিষয়টি এড়িয়ে চলুন, কারণ এর ফলে খ্রীষ্টের দেহে আরাধনাপূর্ণ অংশগ্রহণ হারিয়ে যাবে (১ করি ১০ঃ১৬)। পৌল ১ করি ১১ঃ২০-৩৪ পদে এই ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন।

৬. **বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রশংসা করতে দিন।**

- শত্রুতাপূর্ণ কর্তৃপক্ষের থেকে নিরাপত্তার প্রয়োজন হলে বিশ্বাসীদের গান করতে বলুন অথবা কোমল কণ্ঠে আবৃত্তি করতে দিন অথবা অন্যকোন শান্ত পদ্ধতিতে প্রশংসা করতে দিন। সাম্প্রতিক দিনগুলোতে ঈশ্বর কি করেছেন, সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দান, বাইবেল পাঠ, উত্তর প্রত্যুত্তর, কবিতা, নাটক, পবিত্র নৃত্য এবং নীরব ধ্যান এর অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন।
- প্রশংসার জন্য কেবলমাত্র যন্ত্র সংগীতকেই একমাত্র মাধ্যম করবেন না। সুন্দর যন্ত্র সংগীত সম্পাদনের মাধ্যমে আরাধনা পরিচালনার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন কারণ ইহা প্রত্যেককে ঐকান্তিক প্রশংসার মধ্যে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয় না। এমন যন্ত্র সংগীতের সঙ্গে গান করুন যা সব বয়সের সঙ্গে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মানানসই। বিশ্বাসীদের নতুন গান লিখতে উৎসাহিত করুন। অন্য সংস্কৃতি থেকে আমদানি করা গান ব্যবহারের বিষয়টি এড়িয়ে চলুন।

৭. **প্রশংসার সময় বিশ্বাসীদের সম্ভ্রমকারী ঈশ্বরের উপস্থিতি অনুভব করতে দিন এবং তাদের ঐকান্তিক হতে দিন।**

দলগত আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট সূচনা এবং সমাপ্তির বিষয় পরিকল্পনা করুন। আরাধনা শুরু করা যায় এমন কার্যকলাপের তালিকা নিচে প্রদত্ত হলঃ

- আরাধনা শুরুর সাহায্যের জন্য গীত সংহিতা বা অন্য কোন আরাধনাপূর্ণ অনুচ্ছেদগুলো ব্যবহার করুন। নিচে কতকগুলো পদ দেওয়া হল, যেগুলো দলগত আরাধনা শুরু করার জন্য এক জন পাঠ করতে পারেনঃ

| | | |
|---|---|---|
| গীত ৮ঃ১ | গীত ৮৯ঃ১ | গীত ১২৩ঃ১ |
| গীত ৯ঃ১-২ | গীত ৯৫ঃ১-৩ | গীত ১৩৬ঃ১-৪ |
| গীত ১৮ঃ১-২ | গীত ৯৭ঃ১ | গীত ১৪৭ঃ১ |
| গীত ২৯ঃ১-২ | গীত ৯৮ঃ১-২ | গীত ১৪৫ঃ১-২ |
| গীত ৩৪ঃ১-৩ | গীত ১০০ | গীত ১৪৮ঃ ১-২ |
| গীত ৪২ঃ১ | গীত ১০৪ঃ১ | গীত ১৪৯ঃ১-৪ |
| গীত ৪৭ঃ১-২ | গীত ১০৫ঃ১-৩ | গীত ১৫০ |
| গীত ৬৬ঃ১-৪ | গীত ১১৩ঃ১-৬ | হবক্কুক ২ঃ২০ |
| গীত ৬৭ঃ১-৩ | গীত ১০৩ঃ১ | প্রকাশিত বাক্য ৭ঃ৯-১২ |
| গীত ৮১ঃ১ | গীত ১১১ঃ১-৩ | প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৭ |
| গীত ৮৪ঃ১-২ | গীত ১১৭ | প্রকাশিত বাক্য ২২ঃ৬-৭ |

- পবিত্র আত্মাকে আরাধনার জন্য আপনার হৃদয়কে প্রস্তুত করতে এবং খ্রীষ্টের উপস্থিতি প্রদর্শন করতে বলুন।
- প্রত্যেকে যেন জানতে পারে যে তারা প্রকৃতই আরাধনা করছেন - এই বিষয়ে নিশ্চিত হন।
- অত্যধিক অস্বাভাবিক এবং পরিচিত পরিবেশ এড়িয়ে চলুন যা পবিত্রতম সম্ভ্রমকারী ঈশ্বরের উপস্থিতির অনুভূতি দিতে ব্যর্থ।

এখানে আরও কয়েকটি বিষয় দেওয়া হল যা আরাধনাকে আরও শক্তি শালী করতে পারে।

- স্থানীয় অঞ্চলের অন্যান্য মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করুন, যদিও তারা ঐতিহ্যশালী বা গতানুগতিক মণ্ডলী হয়ে থাকে এবং সব কিছু ভিন্নভাবে করে থাকে।

- যারা ক্রুদ্ধ হয়ে অন্য মণ্ডলী ত্যাগ করেছেন এবং যারা তাদের বিষয়ে খুব বেশী সমালোচনা করেন, তাদের শান্তভাবে সংশোধন করুন।
- যারা পালকদের এবং মণ্ডলীর সমালোচনা করেন, যারা জটিলভাবে কথা বলেন এবং সর্বদা ভিন্নভাবে কাজ করতে চান তাদের এড়িয়ে চলুন।
- অন্য উপাসক মণ্ডলীর বিশ্বাস এবং কাজের বিষয় যে বিশ্বাসীরা ক্রোধ প্রকাশ করেন তাদের এড়িয়ে চলুন।

৮. **বিশ্বাসীদের ঈশ্বরের কাছে দান করার সুযোগ দিন।**

- খ্রীষ্টের রাজ্য বৃদ্ধির কাজে এবং লোকদের অভাব পূরণের জন্য চাঁদার অর্থ কিভাবে ব্যবহার হচ্ছে তা বিশ্বাসীদের জানতে দিন। ক্ষুদ্র দলে অনেকে এমনভাবে দান করতে চান যাতে অন্যরা তা না লক্ষ্য করতে পারেন।
- যে নেতারা টাকা ভিক্ষা চান, যারা দিতে পারেন না তাদের দায়গ্রস্ত করেন এবং কিভাবে চাঁদার টাকা ব্যয় হচ্ছে তা বড় একটা বলেন না, তাদের এড়িয়ে চলুন।
- সেই সমস্ত নেতাদের এড়িয়ে চলুন, যারা অপেক্ষাকৃত অধিক অভাবী বিশ্বাসীদের যীশুর কথা মত সাহায্য না করে বস্তুগত দ্রব্য ক্রয় করেন এবং নিজেদের সাহায্য করেন।
- উপাসক মণ্ডলী কর্তৃক মনোনীত কোষাধ্যক্ষ কর্তৃক অর্থনৈতিক হিসাব রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. **সভাগুলোতে অধিকাংশই এমন বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে যা গঠন করবে।**

- প্রার্থনা এবং পরিকল্পনা করার সময় বিশ্বাসীদের লোকদের গড়ে তোলার ওপর আলোকপাত করতে দিন। নতুন কার্যকলাপ যোগ করার মাধ্যমে ইহা করুন। উদাহরণ, নতুন বিশ্বাসী যোগ করার বিষয় অনুসন্ধান করা উচিৎ, বাপ্তিস্ম দান, নতুন নিয়মের উপাসক মণ্ডলীর প্রয়োজনীয় কার্যকলাপের বিষয় উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন উপাসক মণ্ডলী এবং কোষের সূচনা করা, নতুন নেতাদের প্রশিক্ষণ দান, বিশ্বাসীদের এবং বন্ধুদের কাছে আশীর্ব্বাদের জন্য পরিদর্শন করা, যারা ক্লেশভোগ করছেন তাদের পরিচর্য্যার জন্য দল গঠন করতে হবে।
- অসুস্থতা, মতবাদের বিরোধ, সমাজের পাপসমূহ এবং অন্যান্য সাধারণ সমস্যার মত অসদর্থক বিষয়গুলো নিয়ে অধিকাংশ সময় কাজ করার বিষয়টি এড়িয়ে চলুন। সর্বদা সদর্থক বিষয়গুলোর জন্য সময় দিন যা মণ্ডলীকে গড়ে তুলবে।

Copyright 2003 © by Paul-Timothy. May be freely copied. Download from www.Paul-Timothy.net